দৈনিক সংবাদ

203

তারিখ ... ... MAR. ৩০ ২০০ ...
পৃঃ ৫ কলাম ... ৭ ....

নকলে

●●●●●●

আমাদের সম
এটা কেউ চা
শ্রেণীর মানু
নকল বিরো
নিতে কষ্ট হ
রোধ করার প্র
সাম্প্রতিক
বি

পরীক্ষায় নকল নিয়ে আর চিন্তিত না হয়ে পারা যাচ্ছে না। নকল ক্রমশ মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ছে। নকলবাজ শিক্ষার্থী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরাও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। পত্রিকাগুলোতে চমকপ্রদ সব শিরোনাম ব্যবহার করা হচ্ছে ● 'নকলের হাট', 'নকলের মহোৎসব', 'নকলের বন্যা' 'নকলের মহামারী'। অভিধা যাই হোক না কেন, পরীক্ষা পরিস্থিতি যে মোটেও ভাল নয় শিরোনামগুলো থেকে একথা স্পষ্ট। এবারের এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা নেই যা ঘটেনি। নকল, বহিষ্কার, হামলা, মামলা, ছুরিকাঘাত, লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস, প্রহার, পরিদর্শক বহিষ্কারসহ নানা রকম ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খলতা ও পুলিশের বিবেচনাহীন তৎপরতার কারণে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। প্রতিদিন শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে পরীক্ষার্থী নকলের দায়ে বহিষ্কার হয়েছে এবং হচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জেলা প্রশাসকদের সম্মেলন। এ সম্মেলন নির্ধারিত সময়ের একদিন আগেই শেষ করে দেয়া হয়েছে। কারণ জেলা প্রশাসকরা যেন নিজ নিজ জেলায় ফিরে গিয়ে অংক পরীক্ষায় নকল রোধে ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু না, জেলা প্রশাসকরা অংক পরীক্ষায় নকল ঠেকাতে পারেনি। পরীক্ষার্থীরা নকলের নেশায় মত্ত। কোন তৎপরতাই তাদের থামাতে পারছে না। প্রথম পাঁচদিনেই বিশ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কার হয়েছে। শতাধিক শিক্ষক-পরীক্ষকও নকল সরবরাহের দায়ে অথবা পরীক্ষার হলে যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে বহিষ্কৃত হয়েছেন। অনেক নকলবাজ পরীক্ষার্থী সুবিধা করতে না পেরে মাঝপথেই পরীক্ষায় 'ইস্তফা' দিয়েছে। এমন সংখ্যাও দশ হাজারের কম নয়। সীমাহীন নকলের কারণে ত্রিশ হাজারেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার মাঝপথেই ঝরে গেল। যারা এমন অকালে ঝরে গেছে তারাই যে কেবল নকলবাজ আর যারা এখনো পরীক্ষা দিয়ে চলছে তারা সবাই 'সাধু' এমনটা মনে করার কারণ নেই। যারা এখনো পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যেও নকলবাজ আছে। তাদের অনেকেই 'কপালগুণে' টিকে গেছে।

শুধু যে এসএসসি পরীক্ষায় নকল চলছে তাই নয়, দাখিল পরীক্ষার মত ধর্মীয় পরীক্ষাতেও দেদারসে নকল চলছে। ধর্মীয় আদর্শে উজ্জীবিত ব্যক্তিরা সৎ, নীতিনিষ্ঠ হয় বলেই সাধারণের বিশ্বাস। সেই ধর্মের ধ্বজাধারীরাও যদি নকলের মত অসৎ কর্মে মেতে ওঠে তখন আর ভরসা কোথায়? শুধু কি তাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাতেও নকলের খবর পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় যে হারে নকলের খবর পাওয়া গেছে তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় বর্তমানে নকল হচ্ছে তবে এসএসসি পরীক্ষায় নকলের মাত্রা যে কোন পরীক্ষার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বহু বিচিত্র সে সব নকলের খবর কিছু কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হচ্ছে। যদিও আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তা মানতে নারাজ। তার মতে, সংবাদপত্রওয়ালারা বেশি বেশি নকলের খবর ছাপে পত্রিকা কাটতির জন্য। শিক্ষামন্ত্রী যাই বলুন, পরিস্থিতি কিন্তু মোটেও ভাল নয়। পরিস্থিতি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সচেতন মহলের উদ্বেগের কোন অন্ত নেই।

এ উদ্বেগ যেন এখানেই শেষ না হয়ে যায়। আগামী দিনের পরীক্ষাগুলো যেন নকলমুক্ত হতে পারে, সে জন্য এখনই একটা কিছু করা দরকার। কঠোরতা দিয়ে, এক-আধটু এদিক-সেদিক করে পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি হবে বলে মনে হচ্ছে না। পরিস্থিতি যে কত ভয়াবহ তা বোঝা যায় ঢাকা শিক্ষা

বোর্ডের চেয়ারম্যান
মন্তব্যে। শিক্ষা মন্ত্র
কমিটির সভায় বো
পরিস্থিতিতে আমি
বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব
নকল সরবরাহ করে
যায় না। এই উক্তির
ফুটে উঠেছে। আসা
ব্যাপ্তিতে চলছে একে
বলা হয় না। বরং অ
সঠিক। পরিস্থিতি
শুধু শিক্ষামন্ত্রী, বা
প্রশাসন বা পুলিশের
না। ব্যবস্থা না পা
সন্দেহের যথেষ্ট
পরীক্ষায় নকল
সংসদীয় কমিটিও এ
নকলের আগ্রাসনে
হয়েছে। তারা বলে
উৎসব চলছে তা গো
সংসদীয় কমিটির এ
কোন সুযোগ নেই।
তারাও খুব বেশিদূর
করলে তাদের প্রতি
নকল প্রতিরোধে কি
তৈরির জন্য গঠিত সা
করছে। তারা দ্রুতই
বলে সংসদীয় কমিটি
থেকে কি সুপারিশ আ
আদৌ বাস্তবায়নযোগ
বাস্তবায়িত হবে কি-ন
কোন উপায় নেই।
এখনই। দীর্ঘমেয়াদি
করার অভিজ্ঞতা ব
দেশের পাবলিক পরী
অবকাশ রয়েছে। মা
একই সময়ে একই
কেন্দ্রে লাখ লাখ শি
বিশ্বে নেই বললেই
বাইরে যে প্রক্রিয়া

র একাংশ

মৎস্য আইন অমান্য করে বাঁধ নি
১ হাজার একর জমিতে জলাবদ্ধ

শ্রীপুর (গাজিপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ
জিপুর জেলাধীন শ্রীপুর থানার বরমী ও
ওরাইদ ইউনিয়নে নদীর সাথে সংযোগ
কারী কয়েকটি বিলের খালের মুখে
ান্টানীয় একটি স্বার্থান্বেষী মহল মৎস্য আইন
অবমান্য করে বাঁধ নির্মাণ করেছে। এর ফলে
চি, পানি নিষ্কাশন, পণ্য পরিবহন ও পুষ্টি
দা পূরণে বিপর্যয় নেমে এসেছে। প্রায়
হাজার একর জমিতে সৃষ্টি হয়েছে
বদ্ধতা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায়
জেলে পরিবার।
অভিযোগে জানা গেছে, স্থানীয় একটি
ান্বেষী গোষ্ঠী জলদাইর, রাউড্ডা ও
মনা বিলের খালে বাঁধ দিয়ে ৫শ' জেলে
বারের জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ করে
েছে। বিলের বাঁধের পার্শ্ববর্তী জমি-

গুলোতে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে
প্রায় এক হাজার একর বো
উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।
বছরের অধিকাংশ সময়
এলাকার লোকজন বিল দিয়ে
যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন কর
উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতক
হয়ে পড়েছে। বিলে পানি
হওয়ায় মাছ সংকট দেখ
চরমভাবে।
এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্তদের প
বাপতা গ্রামের মোঃ হারিজ
হয়ে গাজিপুরের ১ম শ্রে
ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মা
করেছেন। এলাকাবাসী উল্লি
মধ্যে নির্মিত আড়াআড়ি বাঁধ
দাবি জানিয়েছে।

দে আটকাপড়া
ঘটি এখন ঢাকা
চিড়িয়াখানায়

ময়মনসিংহ থেকে নিজস্ব বার্তা
বশক ঃ ময়মনসিংহের এক পল্লীতে
আটকাপড়া বাঘটি এখন ঢাকা
য়াখানার নতুন অতিথি। গত ২৪শে
'সংবাদ'-এ বাঘ আটকাপড়ার খবর
র পর ময়মনসিংহের জেলা পশুসম্পদ
র্তা ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক সিদ্দিকী
ব্যাপারে ঢাকা চিড়িয়াখানার সাথে

গণপ্রজাত
অধ্যক্ষের কার্যালয়
স্মারক সংখ্যা-আই,এইচ,
পুনঃ
১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ
রাজশাহীর কার্যালয়ে ল্যাব
সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি স
বাংলাদেশের প্রকৃত